মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১১৭৪

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৩০. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - সুন্নাত ও এর ফযীলত

আরবী

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

বাংলা

১১৭৪-[১৬] ’আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে লোক মাগরিবের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) শেষের পর বিশ রাক্’আত সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করবে। আল্লাহ তা’আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি বাড়ী বানাবেন। (তিরমিযী)[1]

ফুটনোট

[1] মাওযূ‘ : আত্ তিরমিযী ৪৩৫, য‘ঈফ আত্ তারগীব ৩৩২, য‘ঈফ আল জামি‘ ৫৬৬২, য‘ঈফাহ্ ৪৬৭। কারণ এর সানাদে ইয়া‘কূব ইবনু ওয়ালীদ সর্বসম্মতক্রমে দুর্বল রাবী। ইমাম আহমাদ (রহঃ) তাকে বড় মিথ্যুক বলে অবহিত করেছেন। ইমাম ইবনু মা‘ঈন এবং আবূ হাতিম (রহঃ)-ও তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: মুনযিরী বলেন, অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়া‘কূব ইবনু ওয়ালীদ আল মাদায়িনীকে ইমাম আহমাদ মিথ্যুক বলে মন্তব্য করেছেন। ‘আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ তার পিতা আহমাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বড় মিথ্যুক। জাল হাদীস রচনা করতেন। পূর্বে বর্ণিত ১১৮০ নং হাদীস এবং অত্র হাদীস উভয়টিই অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী হুযায়ফাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মাগরিবের সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) আদায় করলাম। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে থাকলেন এমনকি ‘ইশার সালাত আদায় করে মাসজিদ থেকে বের হলেন, ইমাম শাওকানী এ হাদীসগুলো উল্লেখ করার পর বলেন, এ হাদীসগুলো প্রমাণ করে মাগরিবের সালাত আদায় করার পর অধিক পরিমাণে নফল সালাত আদায় করা বিধি সম্মত। যদিও এ সম্পর্কে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই দুর্বল তবুও সবগুলো মিলে দলীল হওয়ার যোগ্য বিশেষভাবে ফাযীলাতের ক্ষেত্রে।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55734

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন